তারিখ ... 25 APR 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

সরকারি কলেজে নানা সমস্যা

জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত নির্ধারণ করা হইয়াছে ১: ৩০ জন। ২০১০ সালে ঘোষিত এই নীতিতে বলা হইয়াছে যে, ২০১৮ সালের মধ্যে বাঞ্ছিত এই অনুপাত নিশ্চিত করা হইবে। অর্থাৎ প্রতি ত্রিশ জন শিক্ষার্থীর জন্য তখন সকল বিদ্যায়তনে শিক্ষক থাকিবেন একজন। কিন্তু বাস্তবতা সেই নীতির সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নহে। বিশেষ করিয়া সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হতাশাজনকই বলিতে হইবে। সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, খোদ রাজধানীর সরকারি কলেজসমূহে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। এই মহানগরীতে সরকারি কলেজ রহিয়াছে চৌদ্দটি। এর মধ্যে নয়টি সরকারি কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা তো আছেই, অবকাঠামোগত সমস্যাও তীব্র। এই কলেজগুলিতে গড়ে প্রতি ১৫৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রহিয়াছেন মাত্র একজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ঢাকায় নয়টি সরকারি কলেজে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক লক্ষ ৮৫ হাজার ৫০০ জন। ইহার বিপরীতে শিক্ষক কর্মরত আছেন এক হাজার ১৬৮ জন। কর্মরত এই শিক্ষকগণের মধ্যে আবার এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক আছেন ডেপুটেশনে। অর্থাৎ তাহাদের মূল কর্মস্থল হইতে প্রেষণে আনিয়া এইসব কলেজে সংযুক্ত করা হইয়াছে। সম্ভবত পদ সৃষ্টি না হইবার কারণে এইরূপ সংযুক্তিকরণ করিতে হইয়াছে বাস্তব প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিয়া। এই প্রসঙ্গে মাউশির একজন উপ-পরিচালকের বরাত দিয়া উল্লিখিত রিপোর্টে বলা হয়, সরকারি কলেজ সমূহে কমপক্ষে আরও ১২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা দরকার।

ঢাকাসহ সারাদেশেই সরকারি কলেজসমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। উল্লেখ্য, দেশে ৩০২টি সরকারি কলেজে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৬২ জন। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র ১২ হাজার ৯২৬ জন। এই হিসাবে প্রতি ১০৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র একজন। ইহাতে দেখা যাইতেছে, সারাদেশের সার্বিক অবস্থার চাইতেও রাজধানীতে সরকারি কলেজসমূহের অবস্থা খারাপ। সরকারি কলেজসমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাইবার একটি প্রধান কারণ হইল এইসব কলেজে সাধারণ স্নাতক ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রহিয়াছে। আছে মাস্টার্স কোর্স। উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থিগণ, যাহারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সুযোগ পান না, তাহারা বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হইয়া থাকেন। এইরূপ ভর্তিচ্ছুদের বেশিরভাগেরই প্রথম পছন্দ ঢাকার কোনো না কোনো সরকারি কলেজ। প্রসঙ্গত এইখানে বলা বাঞ্ছনীয় যে, উন্নত বিশ্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম অ্যাফিলিয়েটেড কলেজসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হইয়া থাকে। এইদিক হইতেও কলেজ শিক্ষার গুরুত্ব সমধিক।

সরকারি কলেজসমূহে শিক্ষকস্বল্পতার পাশাপাশি অবকাঠামোগত সমস্যাও যে আছে, সে কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতাও আছে বেশিরভাগ কলেজে। লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি সমস্যাও আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার জন্য লাইব্রেরির গুরুত্ব কতটা, তাহা ব্যাখা করিয়া বলিবার প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন লাইব্রেরি দরকার, তেমনই লাইব্রেরি চাই শিক্ষকদের জন্যও। কলেজসমূহে নামকাওয়াস্তে লাইব্রেরি থাকিলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভাব রহিয়াছে প্রয়োজনীয় বই এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের। জনবলের সমস্যাও আছে। এইসব সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। শিক্ষক ও ছাত্রের বিদ্যমান অনুপাত অব্যাহত থাকিলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা বাস্তবিকই কঠিন। আমরা বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।